গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
www.dpe.gov.bd.co

অনলাইনে জুমে অনুষ্ঠিত গণশুনানির সারসংক্ষেপ

শুনানি গ্রহণকারি: জনাব আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম, মহাপরিচালক (গ্রেড- ১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
তারিখ : ২২ ডিসেম্বর ২০২০
সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকায়
স্থান : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

মহান বিজয়ের মাসে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মহাপরিচালক গণশুনানিতে সংযোগ হওয়ায় জন্য ধন্যবাদ জানান। গণশুনানিতে অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ,পরিচালক, বিভাগীয় উপপরিচালক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক ও অভিভাবক কমিটির সদস্যবৃন্দ, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। পরিচালক (প্রশাসন) শুদ্ধাচারের আওতায় গৃহিত কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে অংশীজনকে অবহিত করেন। তিনি আসন্ন জানুয়ারি/২০২০ এর ১ম দিনে সকল শিশুর হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দিতে সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করেন। যেহেতু দেশে কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ চলমান সেহেতু স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সকলকে সহায়তা দানের অনুরোধ করেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে শুনানি গ্রহণের শুরুতে মহাপরিচালক জাতির পিতাকে সভায় শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বিজয়ের মাসে বিজয়ের শুভেচ্ছা জানিয়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য (এস.এম.সি) ও শিক্ষক অভিভাবক কমিটির সদস্য (পিটিএ) ও কর্মকর্তাগণকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বিজয়ের মাসে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা স্মরণ করেন। শুনানিতে মোট ২৬৩ জন বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজন অংশগ্রহণ করে। শুনানিতে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	নাম, পদবী ও ঠিকানা	শুনানির বিষয়বস্তু	গৃহীত পদক্ষেপ/সিদ্ধান্ত
১	জনাব এ. টি. এম শফিকুল ইসলাম, (এস.এম.সি সভাপতি) গোবিন্দগঞ্জ,গাইবান্ধা ফাসিতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সভাপতি, বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি তাঁর বিদ্যালয় খুলে দিতে মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানান। তিনি জানান যে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে না এলে শিক্ষকগণও নিয়মিত আসেন না। ফলে বিদ্যালয় গৃহ ও আসবাপত্র বিনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	মহাপরিচালক,প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানান যে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি সহণীয় হলে এবং সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হলে স্কুল খুলে দেয়া হবে।
২	*মোহাম্মদ, (৫ম শ্রেণী) পল্লীসমাচার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ সদর ময়মনসিংহ; *রেদওয়ান তাফসির, (৪র্থ শ্রেণী) আদর্শ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খুলনা সদর খুলনা; *বুশরা আমীন, (৪র্থ শ্রেণী); *তালহা ফেরদৌস;	শিশুরা তাঁদের বক্তব্যে বিদ্যালয়ে যেতে ইচ্ছা পোষণ করে। শিশুরা জানায় যে তাদের শিক্ষক মন্ডলী নিয়মিত খোঁজ নিচ্ছেন ও মাঝে মাঝে মূল্যায়ন করছেন। শিক্ষার্থীরা বাড়িতে শিক্ষকদের নির্দেশনা মোতাবেক বাড়ির কাজ সম্পন্ন করে অভিভাবকের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শিক্ষক মন্ডলীর কাছে বিদ্যালয়ে পৌছে দেয়। এছাড়া তারা অবসর সময়ে ছবি একেঁ এবং খেলাধুলা করে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। তারা বিদ্যালয়ের সহপাঠিদের সাথে খেলাধুলা ও সময়	মহাপরিচালক, জানান যে, বিদ্যালয় খোলার বিষয় সরকারের চিন্তা ভাবনা রয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই বিদ্যালয় খোলা হবে মর্মে শিশুদের আশ্বাস প্রদান করেন। মহাপরিচালক, শিক্ষকদের উদ্দেশ্য বলেন যে, আগামি ১ জানুয়ারি প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিশুর হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দিতে হবে। শীঘ্রই অধিদপ্তর থেকে একটি

	*অনন্য দে, চট্রগ্রাম; *মাসুমা সুলতানা, (৫ম শ্রেণী); *মহসিনা খাতুন, (৫ম শ্রেণী) ; *হাফসা বেগম, ৫ম শ্রেণী ;	কাটানোর আগ্রহ প্রকাশ করে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে মর্মে মহাপরিচালককে অবহিত করেন।	নির্দেশনা প্রেরণ করা হবে। সে মোতাবেক নতুন বই গ্রহণ এবং সকল ক্ষেত্রে তাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলা এবং সহপাঠ কার্যক্রম চালিয়ে নিতে অনুরোধ জানান।
৩	জনাব তোফায়েল আহম্মদ, (অভিভাবক) গৌরীপুর, ময়মনসিংহ, গৌরিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়; জনাব রাফিয়া জান্নাত জেসমিন, (অভিভাবক), রংপুর সদর, পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	তাঁরা জানান যে, অনলাইনে বিকল্প পাঠদানে শিশুরা উপকৃত হচ্ছে এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারায় তিনি মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কে ধন্যবাদ জানান। তিনি এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে অনুরোধ করেন।	অনলাইনে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে মর্মে মহাপরিচালক জানান।
৪	জনাব অভিভাবক, বলুয়ার দিঘী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চট্রগ্রাম,	তিনি জানান যে, বিদ্যালয় ভবনটি পুরাতন ও জরাজীর্ন। ছাত্রসংখ্যা বেশি এবং উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন হওয়ায় বিদ্যলয়ে একটি ভবন স্থাপন করা প্রয়োজন।	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানান যে, বিদ্যালয়ে ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৫	জনাব মনোরঞ্জন মন্ডল, (চেয়ারম্যান), বটিয়াঘাটা, খুলনা; জনাব তাসলিমা রহমান, (পি.টি.এ কমিটির সভাপতি), ফুলতলা, খুলনা; জনাব ফেরদৌসী বেগম, (প্রধান শিক্ষক), শিরোমানি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলনা সদর খুলনা;	তিনি জানান যে, অনলাইনে পাঠদান কার্যক্রম চলমান থাকলেও গ্রামে গঞ্জে এটি কার্যকর হচ্ছে না। গ্রামের বেশির ভাগ অভিভাবকের স্মার্ট ফোন নেই। এছাড়া টিভিতে সময়মত দেখার সুযোগ হয় না। ফলে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী পাঠের দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। তিনি সীমিত সংখ্যক শিশুদের নিয়ে পর্যায়ক্রমে শ্রেণীভিত্তিক ক্লাস চালু করার অনুরোধ জানান।	মহাপরিচালক, জানান যে, সরকার বিদ্যালয় খোলার বিষয়ে সচেতনতাভাবে কাজ করছে। বিদ্যালয় খোলার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। সরকারের নির্দেশনা পেলেই বিদ্যালয় খুলে দেওয়া হবে।
৬	জনাব রাজিয়া সুলতানা, (সহকারি শিক্ষক), চরজংলা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভোলা সদর ভোলা; জনাব আফিউল ইসলাম, (প্রধান শিক্ষক), ঝাচিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খানসামা, দিনাজপুর;	গণশুনানিতে প্রধান শিক্ষক জানান যে, দপ্তরীর শূণ্য পদগুলো পূরণ হওয়া জরুরি, কিছু কিছু বিদ্যালয়ের ভবন জরাজীর্ণ এবং ছাত্র অনুপাতে শিক্ষক সংকট রয়েছে। আসন্ন বই বিতরণে তারা প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। এছাড়া শিশুরা যাতে বিদ্যালয় থেকে ঝরে না পড়ে সে বিষয়ে তারা অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন।	মহপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানান যে, জরাজীর্ণ ভবন দ্রুত অপসারণের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং বিদ্যালয় সমূহে নতুন ভবন তৈরির জন্য একটি প্রস্তাবনা যথানিয়মে অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। এছাড়া দপ্তরী/নাইটগার্ড নিয়োগের বিষয়ে আদালতে মামলা চলমান থাকায় আপাতত নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। মামলা নিষ্পতির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নিস্পতির সাথে সাথেই নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে। আসন্ন বই বিতরণে তিনি

			শিক্ষকদের সহায়তার আহবান জানান।
৭	জনাব বদরুন্নেছা, গাজিপুর, (প্রধান শিক্ষক), সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গাজীপুর;	তাঁর বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কিন্তু শ্রেণী কক্ষ এবং শিক্ষক সংকট থাকায় বিদ্যালয় চলাকালীন সময়ে পাঠদানের সমস্যা হয়ে থাকে। এবিষয়ে তিনি শ্রেণী কক্ষ ও শিক্ষক সংকট নিরষনের অনুরোধ জানান অথবা তাঁর বিদ্যালয়ে পুনরায় ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা চালু রাখার প্রস্তাব করেন।	এ বিষয়ে মহাপরিচালক জানান, সরকার কর্তৃক শিক্ষানীতি পরিমার্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে পরিমার্জিত শিক্ষা নীতির আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৮	জনাব সারওয়ার কামাল কাজল,(এস.এম.সি এর সভাপতি), দক্ষিণ গোবিন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পটিয়া, চট্রগ্রাম;	তিনি জানান যে, একই স্কুলে একই শিক্ষক দীর্ঘদিন না রেখে বদলির ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। এতে করে প্রতিটি বিদ্যালয়ে মান সম্মত পাঠদান সহজ হবে মর্মে সভাপতি মহাপরিচালকের দৃষ্টি আর্কষণ করেন।	শিক্ষকদের বদলি সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। তিনি জানান অনলাইনে শিক্ষক বদলির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী বছরের শুরুতেই এটি বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে মহাপরিচালক অবহিত করেন।
৯	জনাব এম সিরাজুল ইসলাম, (সহকারি শিক্ষক), সারদা সুন্দরী প্রাথমিক বিদ্যালয়, আজমিরিগঞ্জ, হবিগঞ্জ;	তিনি জানান যে, বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে এবং শিক্ষা অফিসে জনবলের সংকট রয়েছে। তিনি শূণ্য পদসমূহ পূরণের অনুরোধ জানান।	সংশ্লিষ্ট পরিচালকগণকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে মহাপরিচালক নির্দেশনা দেন।
১০	জনাব আফতাবুন নাহার, ভালুকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভালুকা, ময়মনসিংহ জনাব রবিউল ইসলাম, (সহকারি শিক্ষক), সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মেলান্দহ, জামালপুর;	তিনি জানান যে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যেহেতু শিক্ষার্থীদের অনলাইনে শিখন-শেখানো কার্যক্রম করা হচ্ছে সেহেতু অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শিক্ষকগণ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)কে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে মহাপরিচালক অনুরোধ করেন।
১১	জনাব শাহানাজ আক্তার, প্রধান (শিক্ষক) জামালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জয়পরহাট	তিনি জানান যে, ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে কক্ষ সংকট রয়েছে। তিনি তাঁর বিদ্যালয়ে একটি ভবন নির্মাণের অনুরোধ জানান।	পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে মহাপরিচালক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
১২	জনাব ইয়াসিন সরকার,(সভাপতি এস.এম.সি), পবা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পবা, রাজশাহী;	তিনি জানান যে, শিশুরা সংসদ টি.ভি. তে একই ক্লাস বার বার দেখতে পছন্দ করে না, সেক্ষেত্রে ক্লাসগুলি রিপিট না করে নতুন নতুন ক্লাস পরিচালনা করা যেতে পারে এবং ক্লাসের সিডিউল পূর্বেই জানিয়ে দিতে হবে।	করোনা পরিস্থিতিতে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে প্রাথমিকভাবে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতিনিয়ত এগুলো আপডেট করা হচ্ছে মর্মে মহাপরিচালক জানান। এছাড়াও বিষয়টি পরিচালক (প্রশিক্ষণ) যাচাই বাছাই করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১৩	জনাব বন্দনা চন্দ্রা, (প্রধান শিক্ষক), তালা, সাতক্ষীরা;	শিক্ষিকা জানান যে, তাঁর বিদ্যালয়ে ৪০০ জন ছাত্র-ছাত্রী কিন্তু শ্রেণী কক্ষের অভাব	মহাপরিচালক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের বিষয় উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে প্রস্তাব প্রেরণের

		রয়েছে। তিনি তাঁর বিদ্যালয়ে একটি ভবন নির্মাণের অনুরোধ জানান।	জন্য নির্দেশনা দেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তা যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেন।
১৪	জনাব আজাদ ইকবাল পারভেজ,(প্রধান শিক্ষক), লালখান বাজার, ডবলমুড়িং, চট্রগ্রাম	শিক্ষক জানান তাঁর বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ১২৬৮ জন। মাঝে মাঝে শিক্ষক সংকটের কারণে পড়া-লেখার সমস্যা হয়। সেক্ষেত্রে অধিক শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয় থেকে ডেপুটেশন প্রদানের অনুরোধ করেন।	এ বিষয়ে মহাপরিচালক বিভাগীয় উপপরিচালক, চট্রগ্রামকে এ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো নিরসনের উদ্যোগ নিতে নির্দেশনা প্রদান করেন তবে ডেপুটেশন দেয়া যাবে না।

মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর অনলাইনে (জুম) এ গণশুনানিতে সংযুক্ত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুনানি শেষ করেন।

৩১/১২/২০

আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম
মহাপরিচালক (গ্রেড- ১)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
ফোন: ০২-৫৫০৭৪৭৭৭
dgprimarybd@gmail.com

স্মারক নং-৩৮.০০.০০০০.১০৭.০০৬.০৩.২০২০-১৮৫

তারিখ: ১৬ পৌষ, ১৪২৭ / ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
২। পরিচালক (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৪। সিনিয়র সিস্টেম এ্যানালিস্ট (আইএমডি),প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটের শুদ্ধাচার বক্সে আপলোডের অনুরোধ করা হলো।
৫। বিভাগীয় উপপরিচালক (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা/ রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর/ চট্টগ্রাম/ময়মনসিংহ বিভাগ।
৬। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/ পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট (সকল), প্রাথমিক শিক্ষা।
৭। অফিস কপি।

৩১.১২.২০২০

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উপপরিচালক (সংস্থাপন)
ddestabdpe@gmal.com
ফোন: ০২-৫৫০৭৪৯২৩